সেলিম রেজা নিউটন

র‍্যাবের রূপকথা

ভিন্নমতহীন সমাজের দিকে অন্ধ অভিযাত্রা

> নিজেদেরকে আমরা সঁপে দিয়েছিলাম পুরাকালের রূপকথার কাছে। আর সর্বত্রই আমরা দেখেছিলাম ঈশ্বরদেরকে। আমরা তাঁদের সাথে মুখোমুখি কথা বলেছিলাম ...। এমনকি আজও আমাদের গ্রামদেশের মানুষ কথা বলেন মৃতদের সাথে; কথা বলেন তাঁরা এমন কারো কারো সাথে যাঁরা সম্ভবত কখনোই মারা যান নি — যে অর্থে মৃত্যুকে বুঝি আমরা সবাই ...। (ডব্লিউ, বি. ইয়েট্‌স্‌, ১৯৫৯: ৮০)

র‍্যাব ওরফে 'র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন' নামের একটি প্রতিষ্ঠান এক ধাক্কায় গায়েব করে দিয়েছে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের সাত সাত জন নাগরিককে। ফলে নতুন করে মিডিয়ার শিরোনাম হয়েছে র‍্যাব। ফলে নতুন করে প্রশ্ন ওঠার কথা আমাদের বাঁচামরা নিয়ে। এমনিতে মানুষ খুন করাটা অপরাধ। মারাত্মক অপরাধ। তবে নীতিনৈতিকতা-বুদ্ধিবিবেক-কাণ্ডজ্ঞান এবং আইন-শাস্ত্র-দণ্ডবিধি – সর্ব বিচারে মানুষ খুন করাটা অপরাধ হলেও রাষ্ট্র কর্তৃক মানুষকে মেরে ফেলাটা অপরাধ নয়। রাষ্ট্র কর্তৃক মানুষ খুন বৈধ ঘটনা। আইন মোতাবেক খুন করা যাবে মানুষকে। বেআইনীভাবে খুন করা যাবে না। সেটা অবৈধ। রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটি আমাকে-আপনাকে মেরে ফেলতে পারে যদি শুধু আইনগত প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে মেরে ফেলার কাজটা সম্পন্ন করা হয়।

নিতান্তই বাহুবলে, গায়ের জোরে, বর্শা-তরবারি-বন্দুকের শক্তিতে রাষ্ট্র চলে না। রাষ্ট্র চলে বৈধতার জোরে। রাষ্ট্রের বৈধতা আর অবৈধতার মালিক আমরাই। রাষ্ট্রের নাগরিকেরাই। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রয়োজনে আমরাই সঁপে দিয়েছি আমাদের জীবন। রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য যেকোনো নাগরিকের প্রাণ হরণ করার দরকার-মতো আইনী অধিকার আমরাই দিয়েছি রাষ্ট্রকে। রাষ্ট্র নামের প্রতিষ্ঠানের অধীনে আমাদের বাঁচামরা। একেই বলে আইনের শাসন। রাষ্ট্র বিষয়ক এই কমনসেন্স নিয়ে কিন্তু কথা উঠছে না। প্রশ্ন ওঠার কথা আমাদের বাঁচামরার পদ্ধতি-প্রণালী নিয়ে – উঠছে না। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে খোদ র‍্যাব কী বস্তু তা নিয়ে কথা উঠছে না। সুশীল সমাজ, বুদ্ধিজীবী মহল, মিডিয়া, আদালত এবং খোদ জনসাধারণ কথা বলছেন বাকি সব কিছু নিয়ে।

কথা হচ্ছে র‍্যাবের অফিসারদের 'দুর্নীতি' নিয়ে। কিন্তু মানুষ নিধনের সংক্ষিপ্ত

বেআইনী রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির নাম যেখানে র‍্যাব – সেখানে 'সুনীতি' আর 'দুর্নীতি'র মধ্যে ফারাকটা কোথায়? সাত খুনের আসামী এখন র‍্যাব নামক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান খোদ। কিন্তু প্রতিষ্ঠান হিসেবে র‍্যাবের বিরুদ্ধে মামলা আনেন নি কেউ। সব দোষ গিয়ে চাপছে র‍্যাবের অফিসারদের ঘাড়ে। সব দোষ অফিসারের। প্রতিষ্ঠান নির্দোষ। তাজা মানুষ মেরে গায়েব করে দেওয়ার আসল আবিষ্কারক কি র‍্যাব ১২-র চাকুরিচ্যুত অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তারেক সাঈদ মোহাম্মদ? চাইলেই একটা মানুষকে মেরে গাপ করে ফেলা যায় – এই আইডিয়াটা কি লেফটেন্যান্ট কর্নেল তারিক সাঈদের উদ্ভাবন? এ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া-প্রণালী কি তাঁরই আবিষ্কার? ক্রসফায়ারের আদি গল্পটা কি তাঁরই মৌলিক রচনা?

কথা হচ্ছে আওয়ামী লীগ বিএনপির দায়দায়িত্বের ভালোমন্দ নিয়ে। কিন্তু বিএনপি আওয়ামী লীগ মিডিয়া বুদ্ধিজীবী আদালত কেউ কি র‍্যাবের মতো বিভীষিকাময় সামরিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার ভয়ঙ্কর বিপদ নিয়ে কথা তুলেছিলেন সেই ২০০৪ সালে? সবাই-ই তো হাততালি দিয়েছিল। বাহবা দিয়েছিল। পঞ্চমুখে র‍্যাবের মহিমা প্রচার করেছিল আজকের এই মিডিয়াই – সুশীল-কুশীল-অশ্লীল সমস্ত প্রজাতির বুদ্ধিজীবীরাই। আজকেও তাঁরা সমস্যাটার প্রকাশ নিয়ে প্রগলভতা দেখাচ্ছেন, সমস্যার গোড়াটাকে দেখছেন না, দেখতে দিচ্ছেন না। আগা কেটে গোড়ায় পানি ঢালতে এখনও সবারই আগ্রহ। কথা হচ্ছে শামীম ওসমান গডফাদার নিয়ে। কিন্তু শত শত কোটি টাকা দিয়ে বানানো র‍্যাবের মতো একটা এলিট ফোর্স যেখানে বিনাবিচারে মানুষ হত্যার দায়িত্ব পায়, এবং পাক্কা দশ বছর ধরে বহাল তবিয়তে সেই দায়িত্ব পালন করে চলে সর্বপ্রকার প্রশংসা সমেত, সেখানে খুচরা-খাচরা রাজনৈতিক-ব্যবসায়িক গডফাদার-ক্রিমিন্যালরাই দুশ্চিন্তার আসল জায়গা হতে পারে?

কথা হচ্ছে র‍্যাবের দলীয়-রাজনৈতিক 'অপব্যবহার' নিয়ে। নারায়ণগঞ্জের প্যানেল মেয়র নজরুলসহ সাত জনকে মেরে ফেলা হয়েছে কি দলীয়-রাজনৈতিক কারণে? গ্রামবাংলার সরল কিশোর ছাত্র লিমনকে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে পঙ্গু করে তাঁরই বিরুদ্ধে মামলা করে সেই মামলা বীরদর্পে আজ অবধি চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে কি দলীয়-রাজনৈতিক কারণে? [র‍্যাবের মতো] এ ধরনের একটা প্রতিষ্ঠানের 'নির্দলীয় অরাজনৈতিক সদ্ব্যবহার' বলে কিছু কি থাকতে পারে?

সব কিছু নিয়ে কথা হচ্ছে কিন্তু আইন-আদালতের সুদূরপ্রসারী প্রক্রিয়ায় 'অপরাধী' নামক মানুষদেরকে মেরে ফেলার ঝঞ্ঝাট খুব বেশি বলেই যে মানুষ মারার সংক্ষিপ্ত মেশিন হিসেবে র‍্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তা নিয়ে আদৌ কথা উঠছে না। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মানুষ খুন করার যাচ্ছেতাই-সক্ষমতা নিয়ে কথা উঠছে না। র‍্যাব যে আদতে মানুষ মেরে ফেলার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান মাত্র – তা নিয়ে কথা উঠছে না। দেশবিদেশের মানবাধিকার

প্রতিষ্ঠানগুলো যে রাষ্ট্রীয় 'কিলিং স্কোয়াড' র‍্যাবের ভূমিকা নিয়ে বহুকাল ধরে সাক্ষ্য-তথ্য-প্রমাণ হাজির করে চলেছেন, এবং র‍্যাবের বিলুপ্তি অথবা আমূল সংস্কার দাবি করে চলেছেন তা নিয়ে কোনো কথা হচ্ছে না।

কী নিয়ে কথা হবে আর কী নিয়ে কথা হবে না তার একটা অদৃশ্য রাজনীতি আছে। এত যে অজস্র বিচিত্র প্রকাশমাধ্যম, র‍্যাব নিয়ে তাদের হাজার রকমের কথাবার্তার সম্মিলিত সারকথাটা হচ্ছে: র‍্যাব ঠিক আছে, র‍্যাব ভালো প্রতিষ্ঠান, দরকারি প্রতিষ্ঠান, সুতরাং একে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, আরও দক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। জনসাধারণের মারাত্মক ক্ষোভ ও বিপুল তর্কবিতর্ককে এরকম একটা সরু কানাগলির ভেতরে আটকে রাখতে পারাটা চাট্টিখানি ব্যাপার না। এর জন্য ট্রেনিং লাগে। প্রশিক্ষণ লাগে, প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণের জন্য লাগে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান। লাগে উপযুক্ত দীক্ষা। এবং দীক্ষায়নের প্রতিষ্ঠান। 'দায়িত্বশীল নাগরিক' হয়ে ওঠার জন্য লাগে উপযুক্ত শিক্ষা এবং উপযুক্ত দীক্ষা। ঠিকমতো শেখা লাগে বঞ্চনা-বলপ্রয়োগ-বড়লোকি নিয়ে। জানতে হয় আইন-আদালত-অপরাধ আসলে কী ঘটনা। বুঝতে হয় থানা-পুলিশ-জেলখানার প্রশ্নাতীত উপযোগিতা। হৃদয়ঙ্গম করতে হয় নির্বাচন-গণতন্ত্র-রাজনীতির বিদ্যমান কাঠামোটাকে অবিকল টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা। প্রশিক্ষণ লাগে রাষ্ট্র-সার্বভৌমত্ব-নিরাপত্তার যুক্তিপ্রভা সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়ার জন্য। প্রেসক্রাইবড ব্যাকরণ অনুসারে আত্মস্থ করা লাগে মিডিয়া-মতপ্রকাশ-মাতব্বরি, মঞ্চ-মাইক-মুরুব্বি এবং বাজার-বন্দুক-বিশ্ববিদ্যালয়ের মাহাত্ম্য। যাবতীয় শিক্ষাদীক্ষার যূথবদ্ধতার মাহাত্ম্য যখন সিঙ্কের মতো সাবলীলভাবে কাজ করে, তখন র‍্যাবের মতো প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তনাকে স্বাগত জানায় সকলে। দীক্ষায়ন-প্রকৌশল তথা চিন্তাপ্রণালীর সামাজিক ইঞ্জিনিয়ারিং যখন ঠিকঠাক কাজ করে তখন দশ বছর যাবত অজস্র অত্যাচারের পরও সকলে চায় র‍্যাব টিকে থাকুক।

উপরোক্ত অনুষ্ঠান-প্রথা-পদ্ধতিগুলো নিজেরাই একেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, নিজেরাই একেকটি দীক্ষায়ন-রূপকথা। এভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপকথা, রূপকথার মতো প্রতিষ্ঠান, আধুনিক-পৌরাণিক উপাখ্যান ইত্যাদি প্রভৃতি একটা আরেকটার মধ্যে ঢুকে পড়ে। জটিল করে তোলে পরিস্থিতি। কেউ আর কিছু বুঝতে পারে না অথচ সকলেই সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত থাকে। সব মিলিয়ে আমরা যা পাই তা হলো রূপকথার মতো একটা পরিস্থিতি যেখানে আপনার-আমার কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা হচ্ছে একেক জন ইনফর্মড আহাম্মকের। দীক্ষায়ন-প্রকৌশলের সার্বিক এই সিস্টেম-প্রণালী নিত্যনতুন-সদাসনাতন যেসব গল্প-কথা-কেচ্ছা-কাহিনী-চরিতনামা উৎপাদন করে চলে সেগুলোই হচ্ছে এ যুগের পুরাণ, একালের রূপকথা। সর্বযুগেই শাসকশ্রেণী বলতে শিক্ষিত শ্রেণীর কথা আসে

সকলের আগে। আদি কালের রূপকথা সে কালের শিক্ষিত সমাজেরই রচনা। এ কালের মিডিয়াশিক্ষিত সমাজও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গণতন্ত্রের সুশাসনের স্বাধীনতার নিরাপত্তার তৈরি করে নানা রকম আধুনিক রূপকথা। এরকম একটি রূপকথা-প্রতিষ্ঠানেরই নাম র‍্যাব ওরফে র‍্যাপিড অ্যাকশান ব্যাটেলিয়ন। এই রূপকথা-প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিত আদিতম পৌরাণিক গল্পটিরই নাম ক্রসফায়ার। গল্পটি যখন অতিরিক্ত ব্যবহারে একঘেঁয়ে হয়ে ওঠে, মিডিয়া তখন তার কপালে ঊর্ধকমা বসিয়ে লেখে 'ক্রসফায়ার' — এতে করে আয়ু বৃদ্ধিই পায় তার।

রূপকথা ছাড়া রাজ্য চলে না, রাষ্ট্র চলে না, শাসন চলে না। রাজ্য-শাসনের ক্ষেত্রে দেশের প্রজাসাধারণের ঐকমত্যগত বৈধতার নিরন্তর উৎপাদন পুনরুৎপাদন নবায়ন করে চলে রূপকথা। দেশপ্রেম, লোক-সৃজনশীলতা ও জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে রূপকথাকে মহিমান্বিত করা হলেও, রূপকথায় আসলে শাসক-কর্তৃপক্ষ-পরিচালকদের ভাষ্যই রূপ পায়। সমাজতত্ত্ব, সমাজনৃবিদ্যা, ফোকলোরশাস্ত্র, সাহিত্যতত্ত্বের বিভিন্ন বিশ্লেষণ, এবং সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান থেকে এইটুকু বেশ ভালোই বোঝা যায় যে, সমাজের শাসক (তথা রাজনৈতিক পরিচালক) শ্রেণীর সুবিধা-স্বার্থ-রূপকল্পের মানসলোকে সৃজিত এবং তাঁদেরই অনুপ্রেরণায় কালে-কালান্তরে পরিসিঞ্চিত রূপকথা ও লোকগল্পের পরতে পরতে লুকিয়ে আছে লিঙ্গ-শ্রেণী-বর্ণ-বর্গ-কাঠামোগত অসমতা, বৈষম্য এবং কর্তৃত্ব-আনুগত্যের প্রায় নিরঙ্কুশ অনুমোদন।

র‍্যাব একটি আধুনিক রূপকথা। আইনশৃঙ্খলা-নিরাপত্তার ছদ্মপ্রেক্ষাপটে এ কালের রাজারানী-গণতন্ত্রের আর্থরাজনৈতিক রূপকথা। এই রূপকথা অনুসারে, রাক্ষসখোক্কস-দত্যিদানবদের হাত থেকে সব সময় আপনাকে রক্ষা করছে আজকের রাজনৈতিক রূপকথার অভিজাত রাজপুত্র লালকমল-নীলকমলদের মতো কৃষ্ণকমল এলিট ফোর্স র‍্যাব। এই রূপকথা নির্মাণের পেছনকার সামাজিক শর্তাবলী ও কলকব্জাগুলো শনাক্ত করা আমাদের পক্ষে জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা তাতে করে বুঝতে পারার সম্ভাবনা যে, কেন এই রূপকথাটুকু ছাড়া নিওলিবারাল-পুঁজিবাদের কাছাখোলা আগ্রাসী-অর্থনীতি এবং পঞ্চবাৎসরিক ভোটাভুটির রাজনৈতিক দলনির্ভর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটি কিছুতেই আর টিকে থাকতে পারে না।

দুই। র‍্যাবের সাতক্ষীরা-এপিসোডের ৪র্থ বার্ষিকী আজ

র‍্যাব নিয়ে বিতর্ক এই প্রথম নয়। অতীতে অসংখ্যবার র‍্যাব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আপত্তি উঠেছে। র‍্যাব প্রতিষ্ঠার এক বছরের মাথায়, সেই ২০০৫ সালের ২৩শে আগস্ট তারিখে, ঢাকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত ওয়াশিংটনে যে গোপন নথি পাঠান তার প্রথম বাক্যটি শুরু হয়েছিল

'বিতর্কিত র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন' (দ্য কন্টোভার্শিয়াল র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন) শব্দবন্ধটি দিয়ে (দ্রষ্টব্য উইকিলিকসের ওয়েবসাইট: https://wikileaks.org/plusd/cables/০৫DHAKA৪১৮৯_a.html)। এই দলিল এবং অন্যান্য গোপন মার্কিন দলিল ও মানবাধিকার-সংগঠনসমূহের বিভিন্ন রিপোর্টের তথ্য, মন্তব্য ও সুপারিশ পরে আমি আমার এই রচনায় তুলে ধরব র‍্যাব নামক প্রতিষ্ঠানটাকে বোঝার জন্য।

আপাতত শুধু মনে করিয়ে দিই, এই রচনাটা আজ ২২শে মে ২০১৪ তারিখে যখন লিখছি, আজকের এই দিনটা র‍্যাবের সাতক্ষীরা-এপিসোডের ৪র্থ বার্ষিকী। ২০১০ সালের এই দিনে সাতক্ষীরার নাটুয়ারডাঙ্গা গ্রামের বিক্ষুব্ধ মানুষেরা র‍্যাব ৬-এর একটা দলকে ঐ গ্রামের একটা বাসায় ঘেরাও করে আটকে রেখেছিল ৫ ঘণ্টা ধরে। ঐ দিন মধ্যরাতে, রাত সাড়ে ১২টার দিকে, মেজর কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে র‍্যাবের একটা দল উক্ত গ্রামের একটি চিংড়ি ঘেরের মালিক ব্যবসায়ী জনাব শফিকুল ইসলামের বাসায় যান। বাসার লোকজনকে তাঁরা বলেন, এই বাসায় অবৈধ অস্ত্র আছে বলে তাঁদের কাছে খবর আছে। সেই অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের জন্য তাঁরা বাসাটা তল্লাশি করতে শুরু করেন। এদিকে জনাব শফিকের অভিযোগ করেন, র‍্যাবের লোকজনের সাথে অচেনা কিছু লোককে তিনি বাসার পেছনের ব্যালকনির গ্রিল কেটে বাসার ভেতরে তিনটা শাটার গান রেখে আসতে দেখেছেন। মিথ্যা অবৈধ অস্ত্র-মামলায় তাঁকে জড়ানোর জন্যই র‍্যাব এই কাজ করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। এই শফিকুল ইসলাম আবার শিবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। মেজর কামরুজ্জামানের কাছে তিনি দাবি করেন তাঁর বাসায় তল্লাশি চালাতে হবে গ্রামবাসীদের উপস্থিতিতে। খবর পেয়ে রাত আড়াইটার দিকে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা জড়ো হয়ে র‍্যাবের ঐ দলটাকে ঘেরাও করে ফেলেন এবং পাঁচ ঘণ্টা আটকে রাখেন। ভোর সাড়ে ৫টার দিকে সাতক্ষীরা সদর পুলিশের ওসি জনাব হাশেম খানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে যায় র‍্যাবের দলটাকে উদ্ধারের জন্য। তাতে কোনো কাজ হয় নি। পরে পুলিশকে সাহায্য করার জন্য র‍্যাবের ১২ সদস্যের আরেকটা টিম সেখানে হাজির হয়। বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের সাথে র‍্যাব-পুলিশের এই যৌথবাহিনীর দুই ঘণ্টা আলাপ-আলোচনার পরে মেজর কামরুজ্জামান ঐ বাসা থেকে বেরিয়ে এসে অস্ত্র উদ্ধার অভিযান ও ভুলবোঝাবুঝির জন্য দুঃখ প্রকাশ করলে সকাল আটটার দিকে গ্রামবাসী অবরোধ তুলে নেন এবং র‍্যাবের অবরুদ্ধ লোকজনকে এলাকা থেকে চলে যেতে দেন। (ডেইলি স্টার পত্রিকার ২৩শে মে ২০১০ তারিখের প্রথম পাতা দ্রষ্টব্য: http://archive.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=১৩৯৬৯২)

এই ঘটনা জানার তিন দিনের মাথায়, ২৬শে মে ২০১০ সন্ধ্যায়, ফেসবুকে আমি একটি স্ট্যাটাস লিখেছিলাম: ‘সাতক্ষীরার অস্ত্র-উদ্ধার নাটকের পর এবার RAB-এর বিলুপ্তি চাই। Dissolve RAB immediately!’ এই স্ট্যাটাসটিকে কেন্দ্র করে ফেসবুক-ব্যবহারকারীদের একাংশ তুমুল বিতর্কে লিপ্ত হন। ফেসবুকে সেই বিতর্ক থেকে আমি টের পেয়েছিলাম: বিস্তারিত আলাপ না করে হুট করে র‍্যাবের বিলুপ্তি চাওয়া খুব একটা কাজের ব্যাপার না। তখন থেকে এ নিয়ে বড় একটা প্রবন্ধ লেখার কথা ভাবতে থাকি। তার বছর খানেকের মাথায় ২০১১ সালের ২৩শে মার্চ তারিখে ঘটে ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার সাতুরিয়া গ্রামের কিশোর লিমন হোসেনের পায়ে লিমনের গুলি করার ঘটনা। র‍্যাব নিয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠে। সেই সময়ও আজকের মতোই আগা কেটে গোড়ায় পানি ঢালার মতো যাবতীয় বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল রাষ্ট্রীয় কিলিং স্কোয়াড হিসেবে র‍্যাবের উৎপত্তি ও প্রসারের গল্পটুকুকে বাদ দিয়ে। তখনই আমি লিখতে বসি ‘র‍্যাবের রূপকথা’। বেশ কিছুদূর লিখেও পরে সেই সময় সেটা আর শেষ করা হয় নি। এখন নারায়নগঞ্জের সাত খুনে র‍্যাব অভিযুক্ত হওয়ার পর লিখতে বসেছি সেই অসমাপ্ত প্রবন্ধ।

র‍্যাব-কে কেন্দ্র করে রচিত আইনের শাসনের রূপকথা শিক্ষিত জনসাধারণের চিন্তাচেতনায় কী ছাপ ফেলে তা অনুধাবনের জন্য সাম্প্রতিকতম নমুনা হিসেবে র‍্যাব কর্তৃক গত ২৩শে মার্চ বিনামেঘে বন্দুক-বজ্রপাতের কারণে ১৬ বছর ৩ মাস বয়েসী, ঝালকাঠি জেলার রাজাপুরনিবাসী গরিব কলেজ-ছাত্র, উচ্চমাধ্যমিক-পরীক্ষার্থী, লিমন হোসেনের একটি পা গায়েব হয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সাম্প্রতিক র‍্যাব-বিতর্কটিকে প্রথমে এখানে বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করব। দ্বিতীয় নমুনা হিসেবে আমরা পর্যালোচনা করব আইন ও সালিশ কেন্দ্রের ‘র‍্যাব: সন্ত্রাস নির্মূল না রাষ্ট্রের সন্ত্রাস’ নামের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি প্রকাশনাকে। এটা আমাদের দেশে সুশীল সমাজের পরিচালকবৃন্দের মানবাধিকার সংক্রান্ত এনজিও-দলিল। একই উদ্দেশ্যে তৃতীয় নমুনা হিসেবে নাড়াচাড়া করব র‍্যাবের সাতক্ষীরা এপিসোডের পর আমার ফেসবুক-স্ট্যাটাসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সেই ফেসবুক-বিতর্ককে। সাথে অন্যান্য নথিপত্র-দলিল-রিপোর্ট ইত্যাদিও থাকবে। [**ক্রমশ**]

হদিস

W. B. Yeats (১৯৫৯), "Earth, Fire and Water", The Celtic Twilight, *Myhtologies*, New York: The Macmillan Company.

রাবি: ২২শে মে ২০১৪

সেলিম রেজা নিউটন: রাবি'র গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক
www.salimrezanewton.com salimrezanewton@gmail.com